দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22 JUN. 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

036

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ৭ই আষাঢ়, ১৩৯৫ : ২২শে জুন, ১৯৮৮

মেডিক্যাল কলেজে শূন্য আসন

তরুণ শিক্ষার্থীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ চিকিৎসা বিজ্ঞান। বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই এদেশে শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ মেডিক্যাল কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এ আগ্রহের সামাজিক অর্থনৈতিক বিবেচনার চেয়ে বড় কথা, এর ফলে সমাজেরও একটি বড় চাওয়ার পূরণ ঘটে। আগ্রহটা তাই সর্বাবস্থায়ই স্বাগত। তবু সম্পদ আর সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার ফলে শিক্ষার্থীদের একটি স্বল্পসংখ্যার ক্ষেত্রেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ ঘটে। বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশ বছরে বার শ শিক্ষার্থীকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিতে পারে। ফলে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীকেই স্বপ্ন ভঙ্গের যাতনা মেনে নিতে হয়।

এই ব্যর্থতার মুখে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের করারও কিছু থাকে না। চাহিদা যত প্রবলই হোক, মেডিক্যাল কলেজে রাতারাতি সিট বাড়ানো সম্ভব নয়। এর ফলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের বাছাইর ক্ষেত্রে যে নির্মম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে সে নিয়েও সমালোচনার অন্ত নেই। অনেকেই একে বাছাইর বদলে নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থা বলার পক্ষপাতী। তবে চলমান বাস্তবতায়, অর্থাৎ সুযোগের অতি সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে, এছাড়া অন্য কিছু ভাবারও উপায় নেই। সকলকেই তাই এ কড়াকড়ি মেনে নিতে হয়। তবে এই প্রচন্ড আগ্রহের পরও যদি প্রতি বছর বার শ' আসনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ফাঁকা পড়ে থাকে, তখন কি বলা হবে? যে বার শ' শিক্ষার্থী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পান তাদের কেউ কেউ মত বদলে অন্যত্র চলে যান। কেউ কেউ চলে যান দেশের বাইরে। এভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা অপূর্ণই থাকে। এ অভিযোগ নতুন নয়। আমরা আগেও এ দিকটির প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর টানার চেষ্টা করেছি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে এ বছরও সত্তরটির মত আসন এভাবে খালি থাকছে। এই খালি থাকা বা খালি রাখার বিলাসিতা চলতেই থাকবে কোন যুক্তিতে? বছরের তিন চার মাস অতিবাহিত হলেও জরুরি ভিত্তিতে ছাত্র নিয়ে শূন্য আসনগুলো পূরণ করে বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা কার্যসূচীতে তাদের এগিয়ে নেয়া খুব কঠিন কিছু হওয়ার কথা নয়। নতুন করে যারা আসবে তাদের আগ্রহই তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দেবে। তাছাড়া এতে অতিরিক্ত ব্যয় কিছু হলেও তা সর্বাবস্থায়ই আসন শূন্য থাকজনিত অপচয়ের সীমা ছাড়াবে না। বিষয়টি নিয়ে তাই গুরুত্ব সহকারে ভাবা এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।